দৈনিক সংবাদ

247

তারিখ AUG 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

৩০শে জুলাই বাউবি সংক্রান্ত উপ-সম্পাদকীয়ের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণাদানকারী ও এ দেশের প্রগতিশীল মানুষের অন্যতম মুখপত্র হিসেবে খ্যাত দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ৩০শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখে অনিরুদ্ধ লিখিত উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম সম্পর্কে যেসব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে কর্মচারী সমিতি মনে করে। উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে ক্ষুণ্ন করার এক অপচেষ্টা মাত্র।

এ দেশের মানুষের শিক্ষার দাবিকে সামনে রেখে এখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একের পর এক বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঠিক সে মুহূর্তে দৈনিক 'সংবাদ'-এর মতো পত্রিকায় এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় দেশের 'সংবাদ' প্রিয় পাঠক সমাজে ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

১৯৯২ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্র ২০% কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অথচ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম ১৯৯৬ সালের ২১শে অক্টোবর দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে একাডেমিক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ৮০% কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এভাবে অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে ১৯টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে এবং দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করছে।

এমনি অবস্থায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রকল্পকালীন মেয়াদ শেষ করে বর্তমান সরকারের রাজস্ব অধিভুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে 'সংবাদ' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্মানিত উপাচার্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এটাকে রাজস্ব খাত থেকে পিছিয়ে দেয়ার এক অপকৌশল মাত্র। তাই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি এ নিবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি বিশ্বাস করে যে, সঠিক ও যথোপযুক্ত তথ্যের প্রমাণ ছাড়া কোন বক্তব্য বা নিবন্ধ জনবহুল পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বিশেষত অনিরুদ্ধের মতো দেশের একজন প্রথিতযশা সাংবাদিকের কলম থেকে এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক নিবন্ধ দেশের সচেতন পাঠক সমাজকে হতাশ করেছে। দৈনিক 'সংবাদ' এ দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে স্মরণীয় অবদান রেখেছে, তাই 'সংবাদ' শোষিত মানুষের মুখপত্র।

এক্ষেত্রে ৩০শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখে প্রকাশিত উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে যে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে 'সংবাদ' পত্রিকার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

মোঃ মিজানুর রহমান খান
সভাপতি, বাউবি কর্মচারী সমিতি।

মোঃ মশিহুর রহমান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, বাউবি কর্মচারী সমিতি।